

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

৭৭০২ প্রাচীনকাল

আমার জন্য সংগ্রাম: আমাদের অর্জন

বাংলাদেশে
মুদ্র নৃ-গোষ্ঠি এবং
এদের বর্তমান অবস্থা



পিএসটিসি কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট জন্ম চলেছে



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক
অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

জন্মের সময় সূচি:

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভর্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

জন্মের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)

১ম সেমিস্টার	২য় সেমিস্টার	৩য় সেমিস্টার	৪র্থ সেমিস্টার
ভর্তি ফি: ১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি: ১০,০০০/-
সর্বমোট ২৬,০০০/-			সর্বমোট ২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড়ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

সম্পাদক

ড. নূর মোহাম্মদ

পরামর্শক

সায়ফুল হুদা

প্রকাশনা সহযোগী

সাবা তিনি

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২

ভাষার জন্য সংগ্রাম:

আমাদের অর্জন

পৃষ্ঠা ৬

জেপিজিএসপিএইচ-এর

জেন্ডার ও এসআরএইচ

আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পৃষ্ঠা ৮

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং

এদের বর্তমান অবস্থা

পৃষ্ঠা ১১

ইয়ুথ কর্ণার

পৃষ্ঠা ১২

সংবাদ

সম্পাদকীয়

বেশ উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ইতিহাস বলে, বাঙালীই একমাত্র জাতি যাকে ভাষার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে। দিতে হয়েছে প্রাণ। আবার একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি যদি না ঘটতো তাহলে সংঘটিত হতো না ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

যদিও ভাষা আন্দোলনের ৬৬ বছর পর এসে অনেকেরই প্রশ্ন জাগতে পারে বাংলাভাষার সর্বোত্তম ব্যবহার নিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বায়নের অজুহাতে অবহেলিত হচ্ছে বাংলা ভাষা। অনেকে আবার স্ট্যাটাসের দোহাই দিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন ভিনদেশী ভাষার। শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলা মাধ্যমের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ইংরেজি মাধ্যম। যা অনেকটাই হতাশাজনক। অথচ এই বাংলা ভাষার জন্য বাঙালীর আত্মত্যাগ আর মমত্ববোধ বিশ্বের কাছে উদাহরণস্বরূপ।

১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে সমগ্র বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সারা বিশ্বে জনগণের নৃতাত্ত্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই দিবসের মূল উপপাদ্য। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশে বর্তমানে ৪১টি ভাষা বিদ্যমান। যার মধ্যে আবার ১৪টি আছে হুমকিতে। এই ভাষাকে ধরে রাখতে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষা সবচেয়ে বেশি বিপন্ন এখন।

যদিও কয়েক দশক হলো আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া লেগেছে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীতেও। কিন্তু তাদের চিরায়ত ভাষায় শিক্ষা পদ্ধতি না হওয়ায় অনেক সময়ই পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। তাদের মতে, জাতির স্বকীয়তা বজায় রাখতে হলে তাদের ভাষার ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। যার দায়িত্ব সরকারের কাঁধে বলেই মনে করেন তারা।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ

প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org

এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়



ভাষার জন্য সংগ্রাম: আমাদের অর্জন

সীমা ভৌমিক

বাঙালী জাতির উৎপত্তির মতো তার ভাষার বিকাশও অত্যন্ত জটিল আর মিশ্রিত। ভাষাবিদরা বহু বিচার বিশ্লেষণ আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আর শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পূর্বাঞ্চল জুড়ে ‘বাং’ নামের যে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বাস ছিল সেখান থেকেই ‘বাংলা’ শব্দের উৎপত্তি। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন হিসেবে সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের যোগসাধনার গুহ্য বিষয় নিয়ে রচিত চর্যাগীতিকাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন।

মূলত: অষ্টাদশ শতকের পর থেকে এ উপমহাদেশে আধুনিক বাংলা ভাষা সম্পূর্ণতা পেতে শুরু করে। তবে এর পরিপূর্ণ রূপায়ণ ঘটে

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বেঙ্গল রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সবশেষে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের হাত ধরে।

বর্তমানে আরও অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষার সৃজন প্রক্রিয়া বেশ প্রবাহমান। আর এটি হয়েছে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে। আন্তর্জাতিক বিশ্বের লাখ লাখ বাঙালি জনতা ইন্টারনেটে এখন প্রতিদিন পাঠ করছেন বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র। টেলিভিশন চ্যানেলে দেখছেন মাতৃভাষায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। দেশের বাইরে নিজেরা বাংলা ভাষার চর্চা করছেন প্রতিনিয়ত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংযুক্ত করছেন তাদের শিকড় সংস্কৃতির সঙ্গে।

বাংলা ভাষা বিশ্বে আজ একটি সুপরিচিত ভাষা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৭ হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ। বাংলা বাংলাদেশের প্রধানতম ভাষা। কিন্তু এই ভাষার জন্য বাঙালীর আত্মত্যাগ আর মমত্ববোধ বিশ্বের কাছে উদাহরণস্বরূপ। বাংলাই এই পৃথিবীতে একমাত্র ভাষা যার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছে, করেছে যুদ্ধ।

ইতিহাসের পাতা ঘাটলে সহজেই চোখে পড়বে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারির সময়কার ঘটনাগুলো। তৎকালীন সময়ে ভারত বিভাজনের





পরে পাকিস্তানের জাতির পিতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও পরবর্তী সময়ে খাজা নাজিমউদ্দীন উর্দুকেই যখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি ভাষা করার ঘোষণা দেন, তখন প্রতিবাদ করেছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সচেতন সুধীসমাজ। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়েছিল গণসমাবেশ আর আন্দোলনের কঠোর কঠিন সূচনাপর্ব। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন অনেকেই। পার্লামেন্টে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সদৃশ প্রস্তাব ছিল বাংলার নেতাদের পক্ষ থেকে। তাদের যুক্তি ছিল, মাতৃভাষায় কথা বলার, সরকারিভাবে ব্যবহার করার অধিকার বাঙালীর জন্মগত। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনেরই ট্র্যাজিক প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, জব্বারদের বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে।


ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের মূল্যায়ন হয়েছে ভাষা শহীদ দিবসকে জাতিসংঘের ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দানের ভেতর দিয়ে। আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য, মাতৃভাষার লালন ও সমৃদ্ধি সাধনের স্বপ্নে এক অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসার আকর্ষণ জন্মেছিল বাঙালীর ভেতর। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নই

পরিণতি পেয়েছে, সুললিত বাংলাভাষায় জাতিসংঘের জনসমুদ্রে বাঙালী প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর বক্তৃতায়।

লিখিত কিংবা মৌখিক ভাষা যেহেতু মানব মনের বিচিত্র ভাব আদান প্রদানের একটি সুনির্দিষ্ট মাধ্যম, সভ্য জগতে তাই শ্রদ্ধাসহকারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মাতৃভাষা মূল্যায়নের সফলতর প্রচেষ্টা।

এটি নিঃসন্দেহে স্বীকার যোগ্য যে, ১৯৫২ সালের ভাষার জন্য সেই সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের ঘটনা না ঘটলে হয়তো ১৯৫৪ এর ঘটনাগুলো ঘটতো না। এবং তারই পরিক্রমায় ১৯৬২ সালের ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সবই ছিল এক সুতোয় গাঁথা। বলা হয়, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশকে স্বাধীন করার অনুপ্রেরণা উৎস হিসেবে কাজ করেছে বাঙালী জাতির মধ্যে।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে সমগ্র বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ২০০০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী এ দিবস পালিত হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সারা বিশ্বে জনগণের নৃতাত্ত্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই



দিবসের মূল উপপাদ্য। একটি দেশ বা জাতি হিসেবে বাঙালীর গর্ব আর ভাষা আন্দোলনের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে সম্মানিত করতেই বিশ্বব্যাপী এই উদ্যোগ।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশে বর্তমানে ৪১টি ভাষা বিদ্যমান। এর মধ্যে ১৪টি হুমকিতে রয়েছে। এর কারণ হিসেবে ইউনেস্কো নতুন প্রজন্মে ভাষার স্থানান্তর না হওয়াকে দায়ী করছে। যে ভাষাগুলোকে বিলুপ্ত হওয়ার হুমকির সম্মুখীন বলে মনে করা হয়, সেগুলি হচ্ছে মুন্ডারি, মাল্টো, কৈইং, খুমী, কোল, চাক, পাংখওয়া, প্যাট্রা / ল্যাঙ্গো, লুসাই, খারিয়া, শৌরা, কোদা, কান্দো এবং রেনগামেটিকা।

যদিও সরকার কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘু ভাষাতে পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রবর্তন করে একটি ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এর দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহার আর প্রচলনের একটি ঝুঁকি থেকেই যায়। বিশ্বায়নের কারণে অন্য সব সভ্যজাতির মাতৃভাষার মতো বাঙালির মাতৃভাষাতেও বিভিন্ন

ভাষার সংযোজন ঘটে চলেছে নিরন্তর। কারণ যে জাতি বহির্বিশ্বে যত বেশি কর্মতৎপর, যত বেশি অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার সংযোগ সাধণ ও ভাবের আদান প্রদান ঘটে, তার মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য কৃষ্টি সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটা তত বেশি স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের মাতৃভাষার প্রতি বাঙালীর ভালোবাসার যে আবেগ তা কখনো ব্যহত হয়নি। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ইংরেজির মিশেলে এক ধরনের অদ্ভুত ভাষা “বাংলিশ” বা বাংরেজি এর প্রচলন তরুণদের মধ্যে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। তাছাড়া অতি প্রতিযোগিতার দৌড়ে ইংলিশ মিডিয়ামসহ ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রভাবতো আছেই। তারপরও বাঙালী বীরের জাতি। যত আদিখ্যেতাই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত ঠিকই খুঁজে নেয় নিজের শিকড়কে। সংস্কৃতির ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে নিজেদেরকে। আর সেজন্যই এই জাতির অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে তার মাতৃভাষার অর্জন।

লেখক: যমুনা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার
ই-মেইল: simabhowmik@yahoo.com



জেপিডিএমপিএইচ-এর জেভার ও এসআরএইচ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'জেভার এন্ড সেক্সুয়ালিটি এন্ড রিপ্ৰোডাক্টিভ হেলথ কনফারেন্স ফর ইয়াং এডাল্টস ২০১৮'।

ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এর সেন্টার ফর এক্সিলেন্স এই সম্মেলনের আয়োজন করে। দুই দিনের এই সম্মেলনে

বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের ব্যক্তিগত সুস্থতা বিশেষ করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা হয়। উঠে আসে দ্রুত পরিবর্তনশীল ও আধুনিকীকরণের কারণে সৃষ্টি হওয়া মানসিক চ্যালেঞ্জের সমস্যাগুলো।

সম্মেলনের প্রথমদিনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের জেভার ও এসআরএইচআর বিভাগের প্রথম সচিব ড. অ্যানি ভেস্টজেনস। ব্র্যাকের জেপিডিএমপিএইচ বিভাগের





ডীন ও প্রফেসর ড. সাবিনা ফায়েজ রশিদ সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন। তিনি তার বক্তব্যে পরিবর্তনশীল শহুরে জীবনে তরুণদের পরিবর্তিত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিবর্তনগুলো নিয়ে কথা বলেন। তার মতে, এসআরএইচআর বিষয়ে বিস্তারিত যেমন তরুণদের বোঝাতে হবে, তেমনি সহায়তাকারী ও কর্মসূচি প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকেও তাদের কাজের পরিধি আরো বাড়াতে হবে।

এই সম্মেলনে দেশের সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং বাস্তবায়নকারী, সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেয় বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, শ্রীলংকা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্যসহ আটটি দেশের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন নেদারল্যান্ড দূতাবাসের হেড অফ ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন ও চার্জ দ্য এগ্যাফোর্স ইয়েরন স্টীগস।

সেদিন তিনটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টারেক্টিভ প্যানেলে যৌনতা এবং সম্পর্ক, যুব সমাজের প্রত্যাশা এবং কিশোর-কিশোরীদের জীবনের উপর দক্ষতা নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার শিক্ষার উপর সেন্সরশীপ, এবং সম্মতি ও পছন্দসমূহের ধারণা সম্পর্কে তরুণদের অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় দ্বিতীয় দিনে।

সম্মেলনে অনেক সংগঠনই স্টল স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের কাজগুলো প্রদর্শন করে। প্রায় ২০টির মতো প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেয়। পিএসটিসিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সংস্থাটি তাদের বর্তমানে চলমান ইউবিআর (ইউনাইটেড ফর বডি রাইটস), হ্যালো আই অ্যাম (হিয়া) এবং সংযোগ প্রকল্পের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তাদের স্টলের মাধ্যমে তুলে ধরে।

— সাইফুল হুদা



ফিচার

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি এবং এদের বর্তমান অবস্থা

সুমিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা



যাদের নিজস্ব আলাদা সংস্কৃতি, রীতিনীতি মূল্যবোধ রয়েছে, সেই সাথে যারা নিজেদের আলাদা সামষ্টিক সমাজ-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে মূলত: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মানুষ হিসেবে বলা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমাজে তারা সংখ্যালঘু হিসেবে পরিগণিত।

বিশ্বে প্রায় ৫০০০ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি রয়েছে। জনসংখ্যার হিসেবে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ কোটি। এদের বসবাস বিশ্বের ৪০টি দেশে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশে সমতলে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ৪৫ টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মানুষ রয়েছে। শুধু চট্টগ্রামেই ১২ টি ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠির বসবাস। এই ৪৫টি গোষ্ঠির বিশ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি সত্তার মানুষের মতো রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রীতিনীতি।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও পার্বত্য অঞ্চলে এবং সমতলে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠিদের সংকটের চিত্র ভিন্ন ভিন্ন। ভৌগলিক দিক বিবেচনা করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। ভাষাগত সমস্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব, নিরাপত্তাহীনতা, যোগাযোগের কারণে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার আগ্রহের অভাব এখানে প্রকট। যদিও বর্তমান শিক্ষা নীতিতে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠিদের ভাষায় মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের চিত্র খুবই হতাশাজনক।



অতীত এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের প্রকৃতি বেশ বৈচিত্র্যময়। শুরুর সময়ে এ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার সূচনা হয়েছিল বৌদ্ধ মন্দিরে। এসব মন্দিরে ছোট ছোট ছেলেরা হারগা বা শ্রামণ বলে পরিচিত ছিলো। সন্ধ্যার সময় মন্দিরের বয়ঃজৈষ্ঠ্য ভিক্ষুর কাছ থেকে পালি শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা করা হতো। এখনও অবশ্য কিছু কিছু মন্দিরে এই প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া এ সম্প্রদায়ের মধ্যে লেগেছে কয়েক দশক হলো। মূলত: সমাজে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো এবং বিভবান তারাই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতো। ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ স্থাপনের পর জীবিকার তাগিদে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষরা প্রচলিত শিক্ষাকে অনেক গুরুত্ব দিতে শিখে। পরবর্তীতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন হয়। গড়ে ওঠে অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল, কারিগরি ও পেশা বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কাপ্তাই সুইডিশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রাস্তামাটি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার, প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইত্যাদি তাদের মধ্যে অন্যতম। কাপ্তাই বাঁধ প্রতিষ্ঠার পর ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর মানুষের শিক্ষার হার ১৮.২ % এ বৃদ্ধি পায়।

তবে কয়েক দশক ধরে চলতে থাকা সমতল ও পাহাড়ে নানাভাবে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণকে নানাভাবে ব্যাহত করছে। এছাড়া মেধাবী শিক্ষকের সংকট, বাংলায় শিক্ষা পদ্ধতি চালু থাকা, শিক্ষা পদ্ধতি বৈষম্য, সঠিক পাঠদান পদ্ধতির অভাব সব মিলিয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের শিক্ষার মানকে খুব বেশী উন্নত করতে পারেনি। তাই সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টিও প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়।

ফিচার

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠির মানুষরা অনেক পিছিয়ে আছে। শিক্ষা একজন মানুষকে ভালো কি সেটা বুঝতে শেখায়। সে সাথে প্রচলিত দ্রাস্ত ধারণাগুলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখায়। কিন্তু শিক্ষার পরিসর যেহেতু এসব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে খুব বেশি ব্যাপক নয়, তাই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক কিছুই এখনো অপ্রতুল। এদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতাও তেমন বাড়েনি। এখনও পাহাড়ে অনেক গ্রামে কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র গঠন করা হয়নি। নেই কোনো যোগাযোগের সুব্যবস্থাও। কমিউনিটি ক্লিনিক হওয়ার কথা থাকলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাও থমকে আছে। অনেক জায়গা আছে যেখানে যেতে হয় পায়ে হেঁটে। কেউ অসুস্থ হলে, তাকে শহরে নিয়ে আসাটাও অনেক কষ্টের।

একটি প্রবাদ আছে...

‘হাং হাং মাইনসতত’ন গোয়া নাই,

দাং দাং মাইনসতত’ন সম্পত্তি নাই।”

অর্থাৎ, যারা সবসময় খায় খায় করে তাদের স্বাস্থ্য ভালো হয়না, যারা সবসময় পালিয়ে পালিয়ে থাকে তাদের কোনো সম্পদ থাকেনা বলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো হয়না।

সচেতনতা না থাকায় এখনো ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তাত্ত্বিক ও বা-বৈদ্যদের বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে চিকিৎসা প্রবণতা প্রচলিত রয়েছে। যদিও শান্তি চুক্তির পর অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে অনেক প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু অপ্রতুলতায় তা অনেকটাই ব্যাহত। তবে প্রাকৃতিকভাবে তৈরীকৃত কিছু বনজ

ওষুধ ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ দিতো। যতদূর মনে পড়ে ছোটবেলায় এ রকম নৃ গোষ্ঠিতে হাম (স্থানীয় ভাষায় ‘লুদি’) হলে কোনো রকম আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো না। এক ধরনের শাক পাতা যার নাম ছিলো ‘হেদা ফোকসা শাক’ সিদ্ধ করে সেই শাকের ঝোল খাওয়ানো হতো। জঙ্গলে এই সকল ঔষধি গাছ-গাছালি আর পাওয়া যায়না।

এখনো ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে নানান ভুল ও দ্রাস্ত ধারণা রয়েছে। এখনো মাসিক ব্যবস্থাপনা, গর্ভবতী নারীদের চিকিৎসা সেবা বিষয়ে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য ও জেভার বিষয়ে বিভিন্ন কুসংস্কার বিদ্যমান। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন ও কিছু কিছু ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠির মাঝে গর্ভপরবর্তী মাকে শুটকির ঝোল দিয়ে খাবার দেয়া হয়। তাছাড়া প্রসব পরবর্তী জটিলতা সম্পর্কেও সচেতনতার অনেক অভাব রয়েছে।

পরিশেষে এতো চ্যালেঞ্জের পরও এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশি ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীদের আগ্রহ এবং অগ্রগতির কিন্তু কমতি নেই। অনেক আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী দাতা সংস্থা এক সময় বিপুল পরিমাণে কাজ করলেও এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের কাজ বেশ কমে এসেছে। তাই সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এই ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠির মানুষদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে।

লেখক: পিএসটিসি’র চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, সংযোগ প্রকল্প
E-mail: sumittra.t@pstc-bgd.org



তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়ঃসন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নিঃসঙ্কোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যে কোনো ঠিকানায়:

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

১. নাভির নীচে চুল শেভ করে ফেলে দিলে আবার গজাতে কত দিন লাগে?

প্রত্যেক মানুষেরই বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে বেশ কিছু পরিবর্তন দেহ মনে ঘটে থাকে। এমনই এক দৈহিক পরিবর্তন হল শরীরের বিভিন্ন স্থানে লোম বা চুল গজানো। ছেলেদের জন্য দাঁড়ি-গোঁফ গজানো দৃশ্যমান থাকে এবং এটাকে আমরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেই এবং এতে ছেলেদের, কিংবা আমরা যারা ছেলেদের এ পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছি তাদেরও খুব খারাপ লাগে না। একই সময় একইভাবে শরীরের আরও অনেক স্থানে লোম গজায় যা আমরা আবৃত শরীরে দেখিনা। এটা ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে হয় অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থানে লোম বা চুল গজায়। এগুলোর মধ্যে বগলের নীচে, নাভির নীচে, পায়ে, হাতে ইত্যাদি। ছেলেদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বুকে পিঠেও চুল গজায়। নাভির নীচে চুল বেশী বড় হয়ে গেলে শেভ করে ফেলা উত্তম। কখনও কখনও waxing করাও যায় কিংবা কাঁচি দিয়ে ছোট করে ফেলাও যায়। এসমস্ত স্থানে শেভ করার পর স্বভাবতঃই কিছুদিন পর আবারও চুল গজাবে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে কতদিন পর আবার গজাবে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। এটি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। একজনের বংশ ধারা, হরমোন নিঃসরণ প্রভৃতি বিষয় এই চুল গজানো, চুল হালকা বা পাতলা হওয়া নির্ভর করে। তবে যত বেশী শেভ করা হবে দিন গেলে এ চুলের পুনরায় বেড়ে উঠা ততটাই ত্বরান্বিত হয়।

২. আমি লক্ষ্য করছি হস্তমৈথুন শুরু করার পর থেকে আমার লিঙ্গের গোঁড়ায় চুল কমে যাচ্ছে -এর কি কোন প্রতিকার আছে? বা এটা কি স্বাভাবিক?

হস্তমৈথুন যৌন তৃপ্তি খোঁজার একটা উপায় মাত্র। একে অনেকে স্বমেহনও বলে। যখন একজন অতিরিক্ত যৌন চিন্তা করে উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন যৌন তৃপ্তি মেটানোর অন্য কোন উপায় অর্থাৎ সঙ্গী না পাওয়ায়, নিজে নিজেই যৌন অনুভূতি বা সুখানুভূতি পাওয়ার জন্য হস্তমৈথুন করে। নিজে নিজেই যৌনঙ্গ নাড়াচাড়া করে তৃপ্তি পাওয়ার এটি চেষ্টা। এটিও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। অবিবাহিত বা বিবাহিত, যৌন সঙ্গী থাকুক বা না থাকুক সকল মানুষেরই কম বেশী এ ধরনের হস্তমৈথুনের অভিজ্ঞতা আছে বা থাকে। তবে অতিরিক্ত কোন কিছুই যেমন ভালো নয়, তেমনি অতিরিক্ত হস্তমৈথুন ও ভালো নয়।

আর হস্তমৈথুন করলে লিঙ্গের গোঁড়ায় চুল কমে যায় এ ধারণা সঠিক নয়। হতে পারে ঘর্ষণের কারণে লিঙ্গের গোঁড়ায় কিছু চুল উঠে আসে হাতের সাথে বা পড়ে যায়, ফলে এভাবনা হতে পারে চুল কমে যাচ্ছে যা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। লিঙ্গের গোঁড়ায় চুল কমছে বা বাড়ছে এ নিয়ে চিন্তা মোটেও করা উচিত নয়। বরং ঐ স্থানে চুল অতিরিক্ত বড় হয়ে গেলে, আমাদের সুস্থতার জন্যেই কেটে হোক, waxing করে হোক, কমানো উচিত একটা নির্দিষ্ট বিরতিতে। আর এর আগে যা বলা হয়েছে- অতিরিক্ত যৌন চিন্তা না করে অতিরিক্ত হস্তমৈথুন ও কমিয়ে আনতে চেষ্টা করা উচিত। তাহলেই স্বাভাবিক ভাবে ভালো থাকা, সুস্থ থাকা সম্ভব পর হবে।

৩. আমি পুরুষ সমকামী। কিন্তু আমি স্বাভাবিক হতে চাই, কিভাবে হতে পারি?

যৌনতার বিভিন্ন ধরণ আছে। আছে আকর্ষণের বিভিন্ন রকম। একজন মানুষ আরেকজন মানুষে আকৃষ্ট হবে এটাও প্রকৃতির নিয়ম। মনে করা হয়, স্বাভাবিকভাবে একজন পুরুষ একজন নারীতে আকৃষ্ট হবে এবং একজন নারী আকৃষ্ট হবে একজন পুরুষে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। এক জন নারী যেমন এক জন নারীতে আকৃষ্ট হতে পারে, তেমনি একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষ আকৃষ্ট হয়। এটাও একধরনের যৌনতা। এ সমলিঙ্গের আকর্ষণ যখন যৌনতার রূপ নেয় তখন তাকে আমরা সম-কামিতা বলি। এরকমই কিছু তোমার মধ্যে আছে, তুমি পুরুষ হয়ে ও পুরুষে আকর্ষিত এবং যৌনতা ও যৌন সুখে অভ্যস্ত হয়ে উঠছো যার কারণে তুমি নিজেকে পুরুষ সমকামী বলছো। এখানে দুটি বিষয় সামনে আসে: ১) তুমি নিজেকে পুরুষ সমকামী হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছো; ২) তুমি এ আকর্ষণ বা অভ্যাসকে স্বাভাবিক মনে করছো না। এর মানে সমাজ স্বীকৃত ব্যাপার তোমার মধ্যে প্রথিত হয়েছে এবং তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠের অভ্যাসে ফেরত আসতে চাইছো। তোমার চাওয়া যদি তাই- হয় তবে তুমি আসতে পারবে এবং এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। নারীর মধ্যে আকর্ষণের জায়গাগুলোতে মাকে খুঁজে পেতে হবে। তুমি যদি সেরকম ভালো লাগাতে পারো কাউকে নিয়ে, তাকে ভালবাসতে শেখো, তবেই অন্য লিঙ্গে তোমার যৌনতা, যৌন সুখ পাবে নতুবা নয়। এর অন্যথা হলে তোমার বর্তমান আকর্ষণকে মেনে নিয়ে, সংখ্যা লঘু হলেও ঐ জীবন যাত্রাতে থেকে যেতে হবে। এটিই যৌনতার, সম্পর্কের ভিন্নতা (sexual diversity)।

৪. আমার স্বামীর বয়স ২৭। ২ বছর ধরে চেষ্টা করছি গর্ভবতী হওয়ার জন্য কিন্তু পারিনি। তার কি গুণাণ সমস্যা আছে?

স্বামীর বয়স ২৭ হলেও তোমার বয়স এখানে একটা বিবেচ্য বিষয়, সেটা তুমি বলোনি। ধরে নিচ্ছি তোমার বয়সও কাছাকাছি ৫-৭ বছরের পার্থক্য থাকতেও পারে। তোমার মাসিকের ধারাবাহিকতা বা ইতিহাস তুমি লেখনি। তোমার মাসিক কি নিয়মিত হয়? কত দিনের বিরতিতে মাসিক হয়? মাসিক কত দিন চলে? -এ সবকিছুই জানা প্রয়োজন। তুমি এটাও বলোনি যে তুমি কখনও জন্মনিয়ন্ত্রণ করেছিলে কিনা, কোন গর্ভপাতের ঘটনা আগে ঘটেছিলো কিনা বা মাসিক নিয়মিত করণের জন্য কোন ব্যবস্থা কখনও নিয়েছিলে কিনা? তোমার স্বামীর সাথে সাধারণত মাসিকের কতদিন পর বা কতদিনের বিরতিতে সহবাস করো তাও জানা প্রয়োজন। স্বামীর শুক্রাণুই শুধু নয়, জানা প্রয়োজন তোমার ডিম্বাণুর বা তোমার অন্য কোন সমস্যা আছে কি না? আমার পরামর্শ হল- অচিরেই তোমরা দু'জন একত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হও। তাঁর কথামত হয়ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন হবে। এর পরই হয়ত নির্দিষ্ট করে বলা যাবে- কার সমস্যা, কোথায় সমস্যা অথবা আদৌ সমস্যা আছে কিনা। তোমাদের বয়স কম, এখনও অনেক সময় আছে ধৈর্য ধারণ করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নাও এবং সে অনুযায়ী কাজ করো, অবশ্যই তুমি সন্তান ধারণ করতে পারবে।



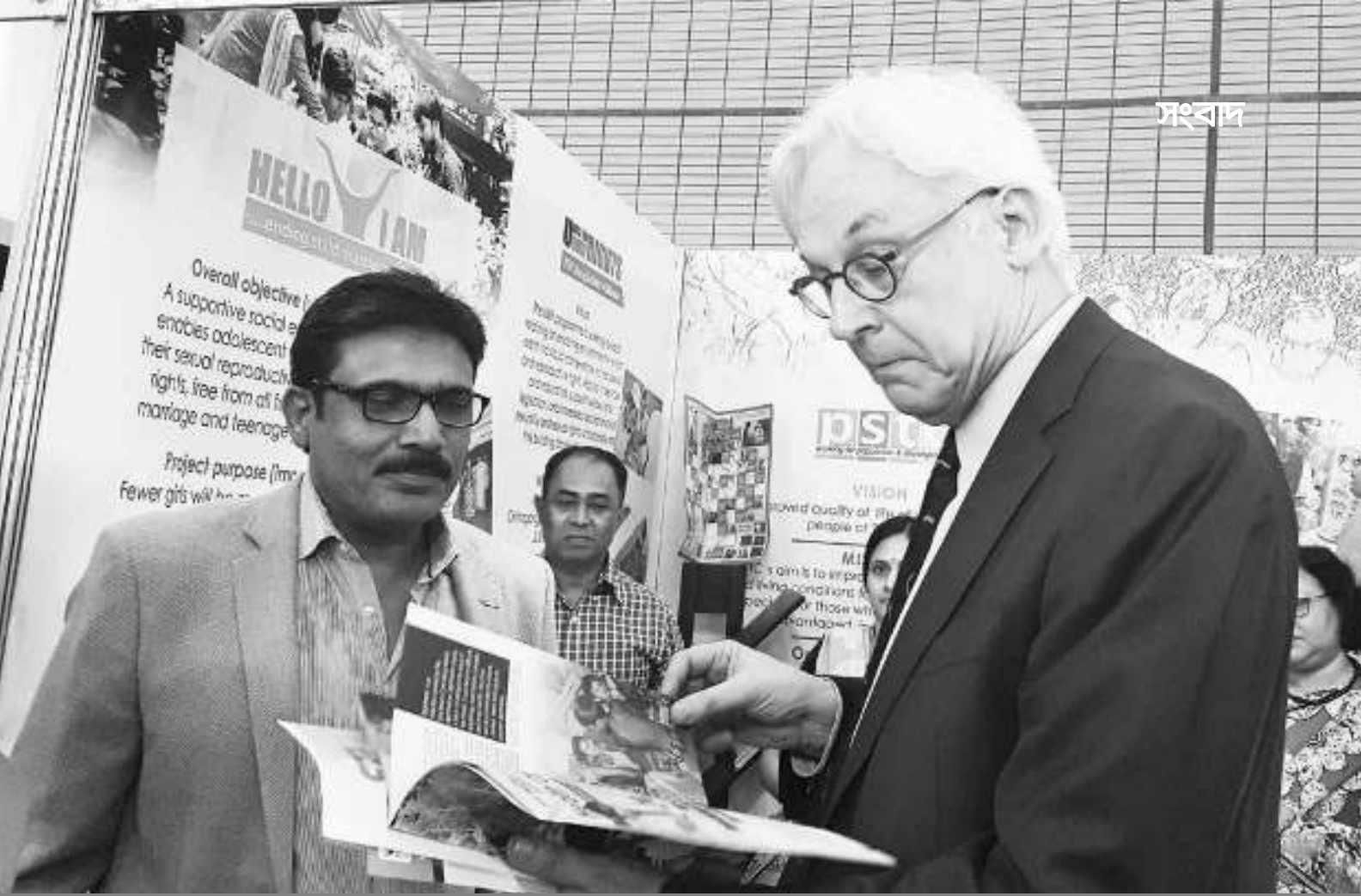
পিএসটিসি'র বই বই বই

বেশ সাড়ম্বরে বসন্তকে বরণ করে নিলো পপুলেশন সার্ভিসেস এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার- পিএসটিসি। ১৩ ফেব্রুয়ারি, পহেলা ফালগুনের দিনে অফিস জুড়ে ছিল ফুলের সমাহার।

বিকেলে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। যেখানে কবিতা আর গান দিয়ে সাজানো হয় পুরো অনুষ্ঠান। পিএসটিসি'র কর্মকর্তারা ই ছিলেন শিল্পী। সাথে ছিল কয়েকজনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আয়োজন। বেশির ভাগ সদস্যই সেদিন পরে এসেছিলেন বাসন্তি রঙের পাঞ্জাবী অথবা শাড়ী।

পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ তার বক্তব্যে, সকল জাতীয় উৎসবগুলো ছোট পরিসরে হলেও উদযাপনের আহবান জানান।





কিশোর কিশোরীদের সঠিক তথ্য প্রাপ্তি

দশ থেকে উনিশ বছর বয়স একজনের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেসাথে আকর্ষণীয়। এজন্য এই বয়সের ছেলে মেয়েদের তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন বলে মনে করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি।

গত, ১৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে- জাতীয় কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ ও দিনব্যাপী কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

তার মতে, দেশের সকল কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় এবং নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

এজন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি। বলেন, পিতা-মাতা ও অভিভাবকদেরও এই বয়সের ছেলে মেয়েদের দেখে রাখার দায়িত্ব রয়েছে।

এই বয়সের ছেলে মেয়েদের পারিপার্শ্বিকতা বা সঙ্গদোষে মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রতিরোধের পরামর্শ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, এই বয়সের ছেলে মেয়েদের কার্যকলাপের প্রতি সকলকেই নিবিড়ভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

এসময় নেদারল্যান্ড দূতাবাসের ডেপুটি মিশন হেড জেরন স্টিঘস বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ বয়ঃসন্ধিকালীন যুবক-যুবতীদের কথা

সংবাদ

উল্লেখ করেন। বলেন, এসময় কিশোর-কিশোরীদের শরীরে- মনে অনেক ধরণের পরিবর্তন আসে। এসব কথা তারা সহজে কাউকে বলতে পারে না। তাই কিশোর কিশোরীদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান সকলের দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ইউনিসেফের ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ সীমা সেন গুপ্ত, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী এ কে এম মোহমীনুল ইসলাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. কাজী মোস্তফা

সরওয়ার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির লাইন ডিরেক্টর ডা. মোহাম্মদ শরীফ। অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রতিনিধি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য মেলায় পপুলেশন সার্ভিসেস এবং ট্রেনিং সেন্টার-পিএসটিসিসহ বেশ কিছু এনজিও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচারে স্টল স্থাপন করেন। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী এবং ও বিভিন্ন সংস্থার কর্মীরা এই স্টলগুলি পরিদর্শন করেন।





পিএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার (অব:) আবদুর রউফ-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ছিল পপুলেশন সার্ভিসেস ট্রেনিং সেন্টার-পিএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার (অব:) আবদুর রউফ-এর ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী। যথাযোগ্য সম্মান আর ভাব গাভীরোঁয়ের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেছে তাঁর

প্রাণের সংস্থাটি, স্মরণ করেছে তাঁর অবদান। সকালে মরহুমের কবর জিয়ারতের মধ্যদিয়ে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনাসহ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। সে সময় পিএসটিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।





মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে একটি দোয়া ও স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন পিএসটিসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপার্সন মোছলেহ উদ্দিন আহমেদ ও সদস্য কাজী আলী রেজা এবং লুলু বিলকিস খানম।

আলোচকরা তাদের আলোচনায় সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতার আলোকোজ্জ্বল জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বলেন, উন্নয়ন খাতে তার অবদান

সবার কাছে সারা জীবনের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সভায় পিএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ-এর স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

পিএসটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অফিসগুলোতেও একইভাবে পালন করা হয় কমান্ডার (অব:) আবদুর রউফ-এর ৩৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী।



প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

FEBRUARY 2018

Language movement: Our achievement

Small ethnic groups and
their present status
in Bangladesh



Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka **Gazipur Complex**

POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-media projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

Hall rent

- : Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
- : Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
- : Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

Accommodation

- : Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
- : Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

Food Charge

- : Tk. 300/- - 400/- per day per meal

Multimedia

- : Tk. 1500/- per day



POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC

Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduin, Kaulia, Gazipur Sadar, Gazipur
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: pstc@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

Editor

Dr. Noor Mohammad

Consultant

Saiful Huda

Publication Associate

Saba Tini

Contents

PAGE 2

**Language movement:
Our achievement**

PAGE 6

**JPGSPH hosts
international conference
on Gender and SRH**

PAGE 8

**Small ethnic groups
and their present status
in Bangladesh**

PAGE 11

Youth Corner

PAGE 12

News

EDITORIAL

International Mother Language Day was celebrated throughout the world with great enthusiasm. History says that Bengalis are the only nation which had to wage a movement for language, had laid down sacrifice. It should also be acknowledged that if 21st February 1952 had not happen, then the 1971 liberation war of the country would not have taken place.

Although many people may raise questions whether the use of Bengali language is at its best after 66 years of the language movement. In recent times due to globalization the Bengali language is being neglected. Many are depending on foreign languages to maintain a status in the society. English medium is getting more importance in education than Bengali medium, which is quite frustrating. Although the feelings and supreme sacrifice of the Bengali people for their mother tongue remain an example for the whole world.

On 17 November, 1999 UNESCO announced the observance of the International Mother Language Day on 21 February throughout the world. The main theorem of this day is to pay homage to the Language Movement and to establish ethnic rights of the people around the world. One statistics show that currently 41 languages exist in Bangladesh, of which 14 are threatened. Government's intense efforts are needed to keep these languages alive. The languages of minor ethnic people are the most endangered.

It has been only a few decades that the small ethnic groups have come in touch with modern education system, but the education not being in their mother tongue is a humiliation. According to them, the use of their mother tongue has to be ensured in order to maintain their ethnicity for which the responsible lies with the government.

Editor

Projanmo Founding Editor: Abdur Rouf

Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).

House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.

Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: projanmo@pstc-bgd.org

This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG



Language movement: Our achievement

Sima Bhowmik

Like the history of the Bengali nation, the development of its language is also very complex. Linguists after close examinations have finally come to the conclusion that the word 'Bangla' was derived from the Dravidian language which was used by the people called 'Bang' who resided in the eastern part of India during

1000 BC. Pandit Haraprasad Shastri marks the title of the Bengali language as the first and foremost inscriptions used by the Sohojiya Buddhist monks.

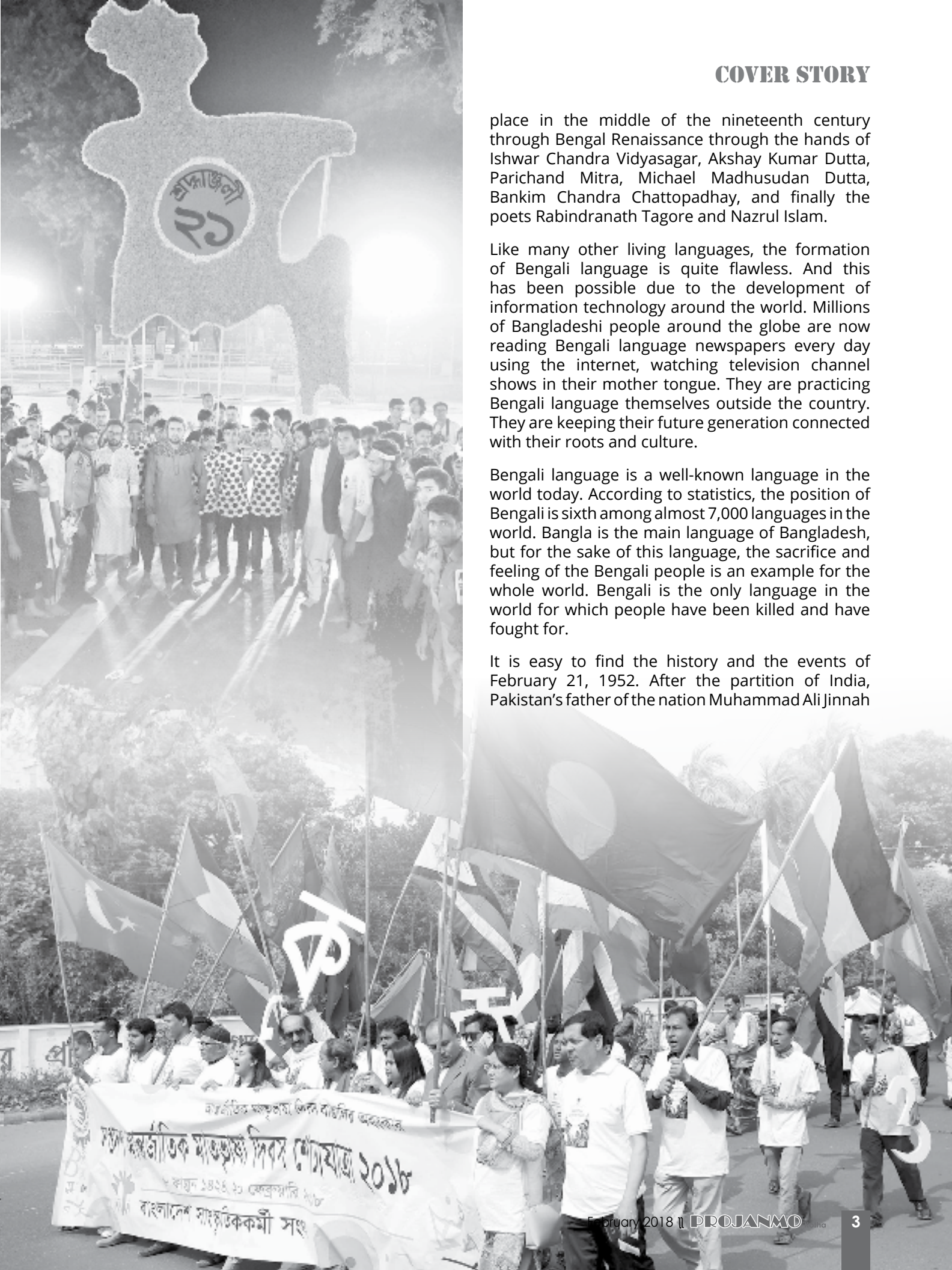
Basically, since the eighteenth century, the modern Bengali language began to get shape in this sub-continent. But the complete implementation took

place in the middle of the nineteenth century through Bengal Renaissance through the hands of Ishwar Chandra Vidyasagar, Akshay Kumar Dutta, Parichand Mitra, Michael Madhusudan Dutta, Bankim Chandra Chattopadhyay, and finally the poets Rabindranath Tagore and Nazrul Islam.

Like many other living languages, the formation of Bengali language is quite flawless. And this has been possible due to the development of information technology around the world. Millions of Bangladeshi people around the globe are now reading Bengali language newspapers every day using the internet, watching television channel shows in their mother tongue. They are practicing Bengali language themselves outside the country. They are keeping their future generation connected with their roots and culture.

Bengali language is a well-known language in the world today. According to statistics, the position of Bengali is sixth among almost 7,000 languages in the world. Bangla is the main language of Bangladesh, but for the sake of this language, the sacrifice and feeling of the Bengali people is an example for the whole world. Bengali is the only language in the world for which people have been killed and have fought for.

It is easy to find the history and the events of February 21, 1952. After the partition of India, Pakistan's father of the nation Muhammad Ali Jinnah





and later Khwaja Nazimuddin announced that Urdu would be the official language of both East and West Pakistan sparking immediate protest from the nationalist Bengali scholars of the society. From the beginning of December 1947, the gathering of the masses and a sort of movement began against the proposal.

Many people took strong stand against Urdu be the state language. The leaders of Bengal took strong and legal stance in parliament. Their argument was that it is the birth right of the Bengali people to speak in their mother tongue. Subsequently, the tragic manifestation of this movement was on 21 February 1952 in the sacrifice of Salam, Barkat, Jabbar and Rafiq.

The evaluation of the supreme sacrifices of martyrs of the language movement was through the recognition of 21st February as "International Mother Language Day" by the United Nation. An overwhelming love and attraction to nurture the mother tongue and preserve the culture had evolved in the hearts of the Bengali nation.

Standing in the 21st Century, the dream has been achieved, in the speech in Bengali language at the United Nations by the then Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Written or oral language is a definite method of communicating the diversity of human minds. In the civilized world, the respect is gradually increasing for the successful attempts to evaluate mother tongue.

It is undoubtedly acceptable that if the struggle for the language of 1952 and the incidents of self-sacrifice did not occur, then the events of 1954 might not have happened. Subsequently, the 6-point movement of 1962, mass movement in 1969 and later the war of independence of the country in 1971 are all connected. It is said that for the Bengali nation the language movement has served as a strong source of inspiration to the country's independence.

In 1999, UNESCO declared February 21 as the International Mother Language Day and the first International Mother Language Day was observed throughout the world in 2000. The main theorem of this day is "to promote the preservation and protection of all languages used by people of the world". In the resolution, the General Assembly proclaimed 2008 as the International Year of Languages to promote unity in diversity and international understanding through multilingualism and multiculturalism. As a country or nation, it is the pride of the Bengalis that the



world honors the sacrifice of language movement.

One statistics show that there are currently 41 languages in Bangladesh. Among them 14 are threatened. For this, UNESCO has mentioned the non-transfer of mother tongue to the new generation as the reason. The languages that are considered to be threatened by extinction are Mundari, Malto, Koiying, Khumi, Koll, Chak, Pankhwa, Patra / Langang, Lusai, Khariya, Shoura, Koda, Kando and Rengomatika.

Although the government has taken a good step by introducing textbooks in some prominent ethnic minority languages, the risk of long-term use and circulation still remain.

Due to globalization, the introduction of different languages into the mother tongue continues. It is

because the nation that is more active in worldwide, communicating more with other people and sharing thoughts, the combination of the other culture with its mother language is natural.

However, the emotion of love of the Bengali people for their mother language has never been interrupted. Although, in recent times, the introduction of a strange language, that is a mixture of Bengali and English is often seen by young people. Besides, there is an influence of foreign culture, including the English medium schools. Yet Bengalis are a nation of heroes. No matter what the obstacles are, it eventually finds its roots, upholds its culture. And that is why the achievement of the right to mother tongue is instilled with the existence of the nation.

*Writer: Senior Reporter of Jamuna TV
E-mail: simabhowmik@yahoo.com*





JPGSPH hosts international conference on Gender and SRH

The BRAC James P Grant School of Public Health's "Gender and Sexual Reproductive Health Conference 2018 For Young Adults" took place at the Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka from January 30-31, 2018.

This conference was organized under the Centre for Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights (CGSRHR) at JPGSPH funded by NUFFIC. In a rapidly changing, modernizing

Bangladesh, young people face constant emotional and mental challenges to their personal well-being, access to information and choices regarding bodies, particularly, as they relate to gender identity, sexual and reproductive health. The conference focused on these issues.

Dr. Annie Vestjens, First Secretary, Gender and SRHR, Embassy of the Kingdom of the Netherlands attended as special guest on the first day of the





conference. The Dean and Professor of BRAC JPGSPH, Dr. Sabina Faiz Rashid opened the conference, emphasizing the need for researchers and programme implementers to understand and address the changing SRHR needs for young people in the changing urban spaces.

The audience was primarily 650 university students from several public and private universities and selected guests from the practitioner's community. The panel discussions were by experts in the field of SRHR from eight countries including Bangladesh, India, Bhutan, Sri Lanka, the Netherlands and the United Kingdom.

Jeroen Steegs, Head of Development Cooperation, Charge d' Affairs, Embassy of the Kingdom of the Netherlands gave the opening remarks on the

second day of the conference.

Three consecutive panel discussions were held. The interactive panel discussions of the second day of the conference included sharing experiences of young people regarding sexuality and relationships, the gendered social norms and expectations and importance of developing life-skills of adolescents, censorship in SRHR education, and understandings of informed consent and choice.

The conference also showcased several organizations' work through installing stalls. PSTC also joined this exhibition through installing individual stall where UBR (Unite for Body Rights), Hello I Am (HIA) and SANGJOG activities and materials were displayed for the conference participants.



Small ethnic groups and their present status in Bangladesh

Sumittra Tanchangya



Those who have their own separate culture, customs, values, as well as those who identify themselves as part of a separate macroeconomic culture, are called minor ethnic groups. In most cases they are considered minorities in society.

There are around 5000 small ethnic groups in the world. About 300 to 350 million in population, they live in 40 countries of the world. Considering Bangladesh's perspective, it is seen that there are 45 small ethnic groups living in the plains and in the Chittagong Hill Tracts. Some 12 minor ethnic groups live in Chittagong only. These 45 groups, like other ethnic groups around the world, have their own language, culture, heritage and customs.

In the areas of education and health, the picture of the problem of minor ethnic groups in the hill areas is quite different from that of the groups living in the plain. According to the geographical location, the Chittagong Hill Tracts is a marginal and backward region of Bangladesh. There is ample lack of interest in students to go to schools due to linguistic problems, communication system, communalism, insecurity and communication.



Although the current education policy ensures primary education in mother tongue for the small ethnic groups, the implementation scenario in reality is very much frustrating.

Considering the past and the present scenario, the education system of the people of small ethnic groups is quite diverse. At the beginning, education of this community started at the Buddhist temples. In the temples the small children were known as Harga or Shramon. During the evening, spiritual knowledge as well as Pali education was given to these students by the elder monks of the temple. Still, this ancient education system is present in some of the temples. This community has seen modern education system only a few decades ago. Basically, those of high society in the community or those who were financially better went for modern education. After the establishment of the Kaptai Dam in 1962, people of small ethnic groups learned to give traditional education a lot of importance. Later, the government and non-government organizations took initiative to set up boarding schools in remote areas.

In 1964, free primary education was introduced in the Chittagong Hill Tracts. Free primary schools, technical and vocational institutes were set up. Kaptai Swedish Institute of Technology, Rangamati Nursing Training Center, Primary Teachers Training Institute, etcetera are among them. After the establishment of the Kaptai Dam, the rate of education of the small ethnic groups increased to 18.2%.

However, the unstable situation in many different parts of the plains and hills caused hindrance to the education of small ethnic groups in many ways. Besides, the lack of talented teachers, introduction of education system in Bengali, disparity in education system and lack of proper teaching method did not improve the standard of education of the small ethnic groups. Therefore, the establishment of government education institutions also became a barrier.

In the case of health, small ethnic groups are far behind. Education teaches a person to understand what is good. It also teaches science to explain the wrong traditional ideas.

FEATURE

As the scope of education has not being very comprehensive for these communities, so many issues related to health still remain inadequate. Health awareness has also not increased among them. Even today, no health center has been set up in many villages. There is no communication facility. Although there are plans to set up community clinics, they are not being implemented due to lack of communication. There are many places where one can only go on foot. When someone gets sick, it is quite a problem to get him to the city.

There is a proverb "Hang Hang Minsatun gaya nai, Dang Dang Minsatun sompotti nai", which means those who are all the time eating, do not have good health, and those who are always running away do not have any property and so they never have a good financial status.

Due to lack of awareness, the trend of going to traditional healers is still present among the people of small ethnic minorities. However, after the CHT Peace Treaty many international organizations have made a lot of efforts to improve the health situation of small ethnic groups. But inadequacy has greatly disrupted it. However, some of the naturally produced drugs and treatment used to work well. As far as I remember, there were no modern medical procedures that would have been taken in the ethnic community for measles (locally

called "Ludi"). A shrub called 'Heda Foxa leaf' was boiled and the syrup was fed. These medicinal plants cannot be found in the jungle anymore.

Still, the ethnic minor groups have many misconceptions about sexual and reproductive health. There are still a lot of prejudice about menstruation management, information and medical services for pregnant women. Superstition and gender discrimination still persist. In some of the small ethnic groups, expectant mothers are given the soup of dried fish. Besides, a lot of misconceptions regarding post-natal complication still prevail in the community.

In spite of so many challenges, the small ethnic groups in the remote areas of Bangladeshi have great interest in the progress of health and education. Many international and private donor organizations use to work a lot in the past in the remote areas, but now their work has decreased. Therefore, to maintain the overall national progress and welfare, it is very important to ensure education and health services to the people of the small ethnic groups.

*The writer is the District Coordinator,
Chittagong, SANGJOG, PSTC.
She could be reached at sumittra.t@pstc-bgd.org*



Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through which is also known as 'teenage'. This teenage is basically from 13-19 yrs of age. Sometimes it is called adolescent period which is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions as well as questions related to sex, sexuality and sexual organs in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and we have a pool of experts to answer. youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1. *If you shave the pubic hairs, how long does it take to grow again?*

Answer: Every human being goes through transformation at certain age. Growing hairs in different parts of the body at certain age is natural. Boys growing beards and mustaches are visible which is natural and nobody feels embarrassed about it. Irrespective of boys or girls, hairs also start growing in some other parts of the body which remain covered under the dress. The places include armpit and around the pubic area, legs, hands, etcetera. In case of boys, hairs sometimes grow on chest and shoulders. When pubic hair gets long, it is better to have a shave. Sometimes waxing and trimming with scissors can be done. It is natural that hairs will grow again in these parts after shaving, but the length of time cannot be specified. The growth of hair depends on many things, for example; heredity, hormone secretion, etcetera. However, the growth of hair is expedited with the increase in the number of shavings.

2. *I have noticed that the hairs around my penis have decreased since I started masturbating. Is there any remedy? Or, is it natural?*

Answer: Masturbating is only substitute to finding sexual enjoyment by oneself. Some call it onanism. When someone gets too excited sexually and tries to find sexual pleasure through masturbation as an alternate, which is attaining an orgasm without a partner. This is a natural thing. Married or unmarried, whether one has a sexual partner or not, almost every human has more or less the experience of masturbating. Excess of anything is bad, so is too much of masturbating. And the idea that hair around the penis decreases due to masturbation is wrong. Some of the pubic hairs may fall or come off due to friction of the hand which may give the idea that hairs are decreasing, but it is totally wrong notion. You should not worry at all whether your pubic hairs are increasing or decreasing. Rather you should reduce the hairs by cutting or waxing at regular intervals for your hygiene. And what has been said earlier, you should not think much about sex and try to masturbate less. Only then you will naturally live a better and healthy life.

3. *I am a gay. I want to be straight. How can I?*

Answer: There are many kinds of sexuality, attraction and likeness. A human being attracted to another human being is natural. It is believed that normally a male will be attracted to a female and a female will be attracted to a male, meaning to

opposite sex attraction. But there are exceptions. A woman can be attracted towards another woman while a man can be attracted towards another man. These are also sexuality. When this attraction or likeness tends towards sexual activity, we call it homosexuality. You have things like this. When being a male you are attracted towards another male and having sexual activities and that is why you are calling yourself gay.

Two things have been revealed here: 1) you have been able to identify yourself as gay; 2) you are not taking this attraction or activity as normal. This means the recognized social norm has prevailed over you and you want to return to the habits of the majority.

If your desire is like that, you can come back and you have to give effort for that. You have to find out the points of your attraction towards females. If you can grow likeness like that for a woman, only then you can find sexual pleasure in the opposite sex. Otherwise you have to remain in your present path accepting your present attraction. This is sexual diversity.

4. *My husband is 27 years old. I have been trying to get pregnant for the last two years, but have not been successful. Does he have a sperm problem?*

Answer: Although your husband's age is 27, your age is also to be considered here. You did not tell your age. I am just guessing, may be your age is also about the same or there is a difference of 5-7 years. You have not said anything about your menstrual history. Whether it is regular? What is the interval period? What is the duration of your period? All these are to be taken into consideration. You have also not said whether you had ever adopted birth control? Is there any incident of abortion or have you taken any medicine to regularize your period? It is also necessary to know after how many days of your period you have intercourse? What is the frequency of sex (intercourse) between you and your husband? Not only your husband's sperm, it is also necessary to know whether there is any problem in your ovum or not?

My advice would be that you both should immediately see a specialist. S/he might give you some tests. Only after that it could be ascertained whether the problem is with your husband, or you have the problem, or there is no problem at all. You are still young. There is lot of time. Have patience and see a specialist and act accordingly. You sure can bear a child.



PSTC Greet Spring

Population Services Training Center - PSTC welcomed Spring on February 13. The office was full of flowers on the day of Falgun.

Cultural program was organized in the afternoon. In the whole program, where poetry and songs were recited and sung, PSTC officials were the artists. There were some sharing of feelings and experiences of past Falguns. Most of the members had a festive look wearing basanti Punjabi or Saree.

PSTC Executive Director Dr. Noor Mohammad in his speech, invited all to celebrate all national festivals even in small areas at PSTC.





Adolescents and youths need proper info on SRHR

Minister for Health Mr. Mohammad Nasim, MP, called upon all health sector officials and workers to work sincerely for providing necessary and proper health information to the adolescents and youths of the country.

"Ten to nineteen is very important age, a very attracting age ... many things seem very attractive at this age," he said stressing the need for proper counseling at this age.

The Minister said that parents and guardians also have responsibility and they have to provide time to

their wards and children of the said age.

"They have to watch their activities in this developed and advanced world which has both pros and cons," said Mr. Mohammad Nasim particularly warning against the addictions of the youths to drugs.

The Health Minister was speaking at a program for the "Dissemination of the National Information, Education and Communication (IEC) Materials of Adolescent Health," at the Bangabandhu International Convention Center on 18 February.

Deputy Head of Mission of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands Jeroen Steeghs in his

NEWS

deliberation mentioned the large portion of the present population of adolescents and youths.

"It is pertinent to focus on the needs of the adolescents," he said.

The Dutch diplomat particularly mentioned sex and sexuality which he said were not issues that can be talked easily. It is the joint responsibility of all to provide necessary information to the adolescents in these regards, he added.

Unicef's Deputy Representative Sheema Sen Gupta, Additional Secretary of the Ministry of Health Kazi AKM Moheminul Islam, Additional Director General of Health Services Professor Dr. AHM Enayet Hossain also spoke on the occasion.

Director General Family Planning and Line Director MCRAH Dr. Mohammad Sharif presented the keynote paper on the occasion.

Director General of the Directorate General of Family Planning, Dr. Kazi Mustafa Sarwar chaired the program attended by government officials and representatives of national and international NGOs working in the fields of Sexual and Reproductive Health and Rights.

A number of NGOs including Population Services and Training Center (PSTC) also put up stalls to disseminate necessary information to the adolescents and youths who came to the program from different schools and organization of the capital.





PSTC's Founder Commander (Retd.) Abdur Rouf Remembered

Population Services and Training Center (PSTC) on 27th February observed the 3rd death anniversary of PSTC's founder Commander (Retd.) Abdur Rouf with due solemnity. A doa and memorial meeting was held at PSTC head

office in the afternoon.

PSTC governing body chairperson Mr. Mosleh Uddin Ahmed and member Mr. Kazi Ali Reza and Ms. Lulu Bilkis Khanam joined the program.





The speakers of the meeting highlighted the charismatic life of Commander (Retd.) Abdur Rouf and said his contribution to Bangladesh development sector will always be remembered.

A one-minute silence was observed to pay homage to the leader.

The day's program started with laying of wreath and offering Fateha at the grave of the founder.

Besides program at the PSTC head office, similar programs were held in different districts offices of the organization to mark the day.

